পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিবের বিরুদ্ধে মানববন্ধন



মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে গাংনী উপজেলার সনাতন ধর্মাবলম্বী মন্দির কমিটির নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে এই প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেন তারা।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের কনফারেন্সে মেহেরপুর জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজারীদের কটাক্ষ করে মিথ্যা বক্তব্য প্রদান এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক বরাদ্দকৃত অনুদানের বন্টনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান বক্তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে গাংনী উপজেলার ২২টি মন্দিরের বরাদ্দকৃত অনুদানের মালামাল অশোক চন্দ্র বিশ্বাস তুলে এনে উপজেলার ৯টি মন্দিরে না দিয়ে চরম অন্যায় করেছে।

অনুদান না পাওয়া ৯টি মন্দির হলো ষোলটাকা দাসপাড়া কালি মন্দির, ষোলটাকা কর্মকার পাড়া দুর্গা মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া দুর্গা মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালি মন্দির, গাংনী দাসপাড়া কেন্দ্রীয় রাম মন্দির, গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, বাওট দাসপাড়া কালী মন্দির। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা এসময় অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের

দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি করেন।

গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দিরের সভাপতি শ্রী সুশান্ত কুমার পাত্রের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সাহার বাটি দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি গণেশ দাস, মটমুড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুনীল চন্দ্র হালদার, কেন্দ্রীয় রাম মন্দিরের সভাপতি ধীরেন দাস, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুশান্ত চন্দ্র গোসাই প্রমুখ।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘ মন্দিরগুলোতে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরপর দলিত শ্রেণীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ২০ টি মন্দিরে জেলা প্রশাসকের দেওয়া অনুদান তালিকা অনুযায়ী মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেরাই উত্তোলন করেছেন।’

অশোক চন্দ্র বিশ্বাস আরো বলেন, ‘সুশান্ত কুমার পাত্র ও ধীরেন দাস সহ কয়েকজন জোটবদ্ধ হয়ে বিলুপ্ত হওয়া আগের কমিটির নেতাদের ইন্ধনে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অপপ্রচারকারীরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে, আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’

মেহেরপুরে ৪৩টি পূজা মন্ডপে দুর্গোৎসব

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা শুরু আজ। আজ শুক্রবার ২০ অক্টোবর থেকেই পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে যাচ্ছে। পূজা মন্ডপের সব কাজ প্রায় শেষ। মন্দিরের সাজসজ্জা, আলোকসজ্জা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজা শুরু হবে। সকল মন্দিরেই দেবীর রং করার কাজও শেষ হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসন এলাকায় পূজা উদযাপন পরিষদের সাথে এমপি টগরে মতবিনিময়

ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের নির্বাচনী এলাকার পূজা উদযাপন নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় ও অনুদান প্রদান করলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

গতকাল সোমবার বিকাল ৫ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যলয়ে এমপি টগরের নিজ উদ্দগ্যে এ অনুষ্টানে তিনি বলেন,সাম্প্রদায়িকতা ধোয়া তুলে যারা দেশে অরাজগতা সৃষ্টি করছে ঐক্য বদ্ধ হয়ে তাদেরকে প্রতিহিত করতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের যোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষ দেশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছেন নিরলস ভাবে। সারাদেশে উন্নয়নের বিপ্লব ঘটেছে কিন্তু জামাত- বিএনপি এ উন্নয়নের দিশাহারা হয়ে উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে ও বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। আসন্ন দূর্গা পূজা উপলক্ষে সরকার যেমন সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে তেমনিভাবে বেসরকারিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে অনেকেই। আসন্ন শারদীয় দৃর্গা উৎসব জাঁকজমক ভাবে শেষ হয় সেজন্য হিন্দু মুসুলমান এক সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ দেশ ও জাতির কল্যানে কাজ করতে হবে।

অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধরন সম্পাদক হাজী শহীদুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ,ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, হযরত আলী, সৌরভ হোসেন খান, কামাল উদ্দিন, নাজিমুদ্দিন,ইয়ামিন, তাহাজ্জত হোসেন, আওয়ামী লীগ

নেতা আবু জাফর, নজির আহমেদ, জিয়াউল হক,দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক উত্তম কুমার দেবনাথ,জীবননগর উদযাপন কমিটির আহবায়ক সাংবাদিক নারায়ন ভৌমিক,প্রমুখ।

আলোচনা শেষে ৬০ টি মন্দিরে শাড়ি লুঙ্গি,ও নগদ অর্থ প্রদান করেন এমপি হাজী আলী আজগার টগর।

দামুড়হুদায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে টিকটক: কিশোর আটক

দামুড়হুদায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে টিকটক করার অভিযোগে এক কিশোরকে (১৫) আটক করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন সোমবার তাকে আদালতে প্রেরন করা হবে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মতিয়ার রহমান বলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাংলাদেশি ইসলামী বক্তা ড. মিজানুর রহমান আজহারীর ছবি সঙ্গে পুজার নাচের একটি ভিডিও টিকটকে আপলোড করে গ্রামের এক কিশোর। বিষয়টি রবিবার সকালে স্থানীয়দের মাঝে জানাজানি হলে গোবিন্দহুদা গ্রামে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যার পর গ্রামের লোকজন একত্র হতে থাকেন। খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রোকসানা মিতা, জেলা পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আলমগীর কবির, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। গ্রামবাসী অভিযুক্তকে বিচারের দাবি জানালে প্রশাসন আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন একপাশে মিজানুর রহমান আজহারির ছবি ও আরেকপাশে পুজার নাচের দৃশ্য দিয়ে নিজের টিকটক আইডিতে আপলোড দেয় কিশোর। এতে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসী একত্র হতে শুরু

করেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে রাতেই ইউএনও, সহকারী পুলিশ সুপার, ওসি ঘটনাস্থলে যায়। অভিযুক্তকে আইনের আওতায় এনে বিচারের আশ্বাদ দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে আটক করেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির বলেন, ঐ ছেলে একটি টিকটক ভিডিও ছেরেছে। এটার বিষয়ে এলাকায় একটু সমস্যা হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌছে অভিযুক্ত কিশোরকে আটক করে রাতেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ডিসি, এসপির সঙ্গে কথা বলেছি। আজ সোমবার তাকে বিগ্গ আদালতে প্রেরন করা হবে।

জীবনগরে দুর্গা পূজা উদযাপনে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত

জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শারদীয় দুর্গা পূজা উদযাপনে প্রস্তুতি মুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) আবু সাইদ,উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার দীন ইসলাম।

আরো উপস্থিত ছিলেন হিন্দু বৈধ্য খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি রমেন বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক সাগর কুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটি জীবননগর শাখার আহ্বায়ক নারায়ন ভৌমিক, সদস্য সচীব যাদব কুমার প্রামানিক।

এছাড়াও উপজেলার ২৭টি পূজা মন্ডবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন। এ বছর উপজেলায় ২৭টি পূর্জা মন্ডবে শারদীয় দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। শান্তিপূর্ন পরিবেশে পূজা উদযাপনে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাসহ সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে দুর্গাপূজার সাজ সজ্জার কাজ শেষ মুহূর্তে

আগামী ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা। তাই ঝিনাইদহের পাড়া মহল্লাসহ প্রতিটা গ্রামের মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে প্রতিমা তৈরি ও সাজ সজ্জার কাজ। জেলায় এবারে ৪৮৩টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার প্রস্তুতি হিসেবে পূজা উদযাপন পরিষদ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ প্রতিটি পূজা কমিটির সাথে সামাজিক সম্প্রীতির সভা করেছেন। এবার সদরে ১১৯,শৈলকূপায় ১৩৭,হরিণাকুণ্ডুতে ৩৩,কালীগঞ্জে ৯৯,কোটচাঁদপুরে ৪৫ ও মহেশপুর উপজেলায় ৫৪টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মণ্ডপে মণ্ডপে থাকছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। প্রতিটা মন্দিরেই প্রতিমা সহ সাজসজ্জার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা। প্রতিমা তৈরিতে চলছে শেষ মুহুর্তের রংতুলির আঁচড়ের কাজ।

এছাড়া আলোকসজ্জা ও প্যাণ্ডেল সাজানোর কাজও চলছে। শহরের কয়েকটি মন্দিরে গিয়ে দেখা যায় শেষ মুহুর্তের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রতিমা কারিগররা।

২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকের বাদ্যে মেতে উঠবে হাজারো সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। দেবী দূর্গার আগমনে দূর হবে সকল অশুভ শক্তি। তাই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এ উৎসবে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ।

এদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে প্রতিটি মণ্ডপে থাকবে পুলিশের নজরদারি সহ সিসি ক্যামেরা।

জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস বলেন, প্রতিমা তৈরীর কাজ প্রায় শেষের দিকে। এবারে জেলায় ৪৮৩টি মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। আশা করছি উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা অনুষ্ঠান পালন করতে পারবো।

পুলিশ সুপার মো: আজিম-উল-আহসান জানান, দুর্গাপূজা উদযাপনে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে প্রতিটি পূজা মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা, মন্দিরভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, পুলিশী টহল জোরদার করা হয়েছে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বৃহৎ ধর্মীয় এই উৎসবে কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা মহল কর্তৃক ধর্মীয় সম্প্রীতিতে আঘাত করলে তা তা কঠোর হস্তে দমন করা হবে। দুর্গাপূজাকে ঘিরে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে কেউ যাতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর অবস্থানে থাকবে।

জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম জানান, সম্প্রীতি, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, উৎসবমুখর, অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সম্পন্ন করা হবে। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সকলের মাঝে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় থাকুক এটা আমাদের প্রত্যাশা।

আলমডাঙ্গার পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে

মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের সাথে আলমডাঙ্গা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতুবৃন্দ মত বিনিময় করেছেন। তিনি আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গায় দলীয় কার্যালয়ে উপজেলার ৩৯ টি মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে এ মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

মতবিনিময় সভায় এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আমরা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসি,যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসবাস করছি,মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা সেই চেতনা অনুযায়ি আমরা যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করি,ধর্ম যার যার উৎসব সবার,আসুন আমরা সকলে মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসি সকলকে নিয়ে স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠন করি,যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন সেই বাংলাদেশ।একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল বিএনপিকে নিয়ে দেশে আবারও অরাজকতা সৃষ্টির পায়তরা করছে,আসুন আমরা সকলে মিলে ৭১ এর সেই পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই,বিএনপি জামাতকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেই।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি শ্যাম সুন্দর আগরওয়ালা। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সম্পাদক মুন্সী আলমগীর হান্নান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুসা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মনীন্দ্রনাথ দত্ত, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাধুখা।

উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ডাক্তার অমল কুমার বিশ্বাসের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন পৌর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি পরিমল কুমার কালু ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক জয় কুমার বিশ্বাস, পৌর শাখার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পলাশ আচার্য, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট এর প্রতিনিধি অসীম কুমার সাহা, রথতলা মন্দির কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, যুবলীগ নেতা সৈকত খান,ছাত্রলীগ

নেতা আশরাফুল ইসলাম, বাদশা,আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার আব্দুল বাতেন? মহসিন কামাল, আমিরুল ইসলাম মন্টু, ইউপি চেয়ারম্যানের আশিকুর রহমান ওল্টু, আলোচনা সভা শেষে ৩৯ টি মন্দির কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি।

দামুড়হুদায় শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

দামুড়হুদায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ৩ টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে দুর্গাপূজা উদযাপনের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি তদন্ত শেখ মাহাবুব, দর্শনা থানার ওসি অপারেশন শফিউল আলম, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রসিদ, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা আনসার ভিডিপির কর্মকর্তা রাফেজা বেগম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, উপজেলার ফায়ার সার্ভিসের কমান্ডার, বিজিবির ক্যাম্প কমান্ডার বৃন্দ, উপজেলার ২২ টি পূজা মণ্ডপের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভায়

বক্তারা বলেন, প্রতিটা পূজা মন্ডপে যেন সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। আগত দর্শনার্থী মেয়েদের যেন কোনোভাবেই কেউ ইভটিজিং না করে সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।

উপজেলায় এবার ২২ টি পূজা মন্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। আলোকসজ্জার ক্ষেত্রে অবশ্যই উন্নত মানের তার ব্যবহার করতে হবে। কোনভাবে যেন শর্ট সার্কিট না হয়। প্রতিটি পূজা মন্ডপে অগ্নি নিরপনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পূজা চলাকালীন অবস্থায় কোনো নেশা বা অতিরিক্ত মদ্যপান করা যাবে না। সবাই মনে রাখবেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার।

এসময় উপজেলার ২২ টি পূজা মন্ডপে খরচের জন্য কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস ২২ হাজার টাকা প্রদান করেন।

কোটচাঁদপুরে ৪৫টি মন্ডপে সাজসজ্জার কাজ শেষের দিকে, মন্ডপগুলোতে পাহারা

এ বছর কোটচাঁদপুরে ৪৫ টি মন্ডপে উদযাপন করা হবে শারদীয় দূর্গা উৎসব। মন্ডপগুলোর সাজসজ্জার কাজ শেষের দিকে। নিরাপত্তায় পাহারা চলছে মন্ডপে মন্ডপে। তবে এখনো পর্যন্ত কোন থিয়েট মনে করছেন না বলে জানিয়েছেন, কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,এ বছর কোটচাঁদপুরে ৪৫ টি মন্ডপে উদযাপিত হবে শারদীয় দূর্গা উৎসব। তবে গেল বছরের থেকে এ বছর ১ টি পূজা কম হচ্ছে এ উপজেলায়। মন্ডপের সাজসজ্জার কাজ প্রায় শেষের দিকে।

অন্যদিকে নিরাপত্তা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবকরা ইতোমধ্যে মন্ডপে বসিয়েছেন পাহারা। সাথে রয়েছে গ্রাম পুলিশ। এ ছাড়া পুলিশের

নজরদারী রয়েছে সার্বক্ষনিক বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুরের দ্যুতিয়ার কুটি পূজা মন্ডপের সভাপতি সাধন হালদার বলেন,মন্ডপের কাজ এখনো শেষ হয়নি। তবে আমরা এক সপ্তাহ ধরে পাহারা দিচ্ছি মন্ডপ। তিনি বলেন,এখানে কোন সমস্যা হয় না। আর কোন ভয় ও নাই। তারপরও সর্তকতার সঙ্গে আছি।

কোটচাঁদপুর দুধসরা পূজা মন্ডপের সভাপতি নিতাই রায় বলেন,রংঙ্গের কাজ এখনও হয়নি। তবে নিরাপত্তায় জন্য, পাহারা চলছে।কোন দিন কোন দূর্ঘটনা ঘটেনি। এরপর যদি কিছু হয়।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কোটচাঁদপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন,গেল বছর থেকে এ বছর একটি পূজা কম হচ্ছে। গেল বছর ৪৬ টি পূজা মন্ডপে শারদীয়া দূর্গা পূজা হয়েছিল। এ বছর ৪৫ টিতে অনুষ্ঠিত হবে। একটা মন্ডপে জায়গা নিয়ে সমস্যার করনে হচ্ছে না। এ বছর পৌর সভায় ২০ টি আর ইউনিয়ন পর্যায় ২৫ টি মন্ডপে এ পূজা অনুষ্ঠিত হবে। পূজার প্রস্তুতি কেমন,এবং নিরাপত্তা নিয়ে কি ভাবছেন,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,সবগুলো পূজা মন্ডপ ঝুঁকিপূর্ন। আবার সবগুলোর অবস্থায় ভাল। এরপরও আমরা গেল এক সপ্তাহ ধরে স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে পাহারা বসিয়েছি। কারন হিসেবে তিনি বলেন, গেল কয়েকদিন আগে ঝিনাইদহে পূজা মন্ডপে ভাংচুর হয়েছে।

পূজার প্রস্তুতি নিয়ে তিনি বলেন,আগামী ২০ অক্টোবর শারদীয়া দূর্গা পূজার ষষ্ঠী। এর মধ্যে অনেক মন্ডপের সাজসজ্জার কাজ শেষ করেছেন মন্ডপ কমিটি। কিছু বাকি থাকলেও খুব জোরেশোরে চলছে কাজ।

কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,নিঃছিদ্র নিরাপত্তার স্বার্থে গেল এক সপ্তাহ যাবৎ পূজা মন্ডল গুলোতে পাহারা বসানো হয়েছে। এর দায়িত্বে রয়েছেন,স্ব স্ব মন্দির কমিটির স্বেচ্ছাসেবক। এ ছাড়া রয়েছে গ্রাম পুলিশ। আর আমরা তদারকিতে আছি সার্বক্ষনিকভাবে। আমরা সবগুলো মন্ডল ঝুকিপূর্ণ মনে করছি,আবার সবগুলোর অবস্থাই ভাল। আমরা এখনও পর্যন্ত কোন থিয়েট মনে করছি না।

আলমডাঙ্গায় পূজা উদযাপন উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময়

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির নেতাদের সঙ্গে থানার ওসির আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫ টায় আলমডাঙ্গা থানা চত্বরে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা হয়। সেইসঙ্গে পূজা উদযাপন কমিটির সকল নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

আলোচনা সভায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, নিরাপত্তা নিশ্চিতে ও নিজ নিজ ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ সবসময় সর্তক রয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রতিটি পূজামণ্ডপ এলাকায় সর্বোচ্চ আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

তিনি ৩ টি বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, পূজা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও প্রতিটি পূজা মণ্ডপে আলোকসজ্জা বৃদ্ধির পাশাপাশি সিসি ক্যামেরা আওতাভুক্ত আনার পরামর্শ দেন ওসি। তবে পূজা মণ্ডপের সন্নিকটে নিকট কোন দোকান কিংবা ফাস্টফুডের দোকান না বসানোর জন্য নির্দেশ দেন।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ- খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিন্দ্র নাথ দ্ত্ত, উপজেলা পূজা উতযাপন পরিষদের সভাপতি ডা: অমল কুমার বিশ্বাস, বাহ্মন পুরহিত ঐক্য পরিষদের সভাপতি দেবেন্দ্র নাথ দোবে বাবুলাল,উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সহ- সাধারণ সম্পাদক সুধাংশ কুমার ব্যানর্জী, পৌর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি পরিমল কুমার ঘোষ,হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের পৌর সম্পাদক পলাশ কুমার আচার্য্য,পূজা উদযাপন পরিষদের পৌর সাধারণ সম্পাদক জয় কুমার বিশ্বাস।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আশোক সাহা,লিপন বিশ্বাস,সুশিল কুমার ভৌতিকা,কৃষ্ণ বিশ্বাস,বিশ্বজিৎ সাধুখা, বিজয় কুমার দাস,শিপন কুমার দাসসহ ৩৯টি মন্দির কমিটির সভাপতি সম্পাদক বৃন্দ।